

এলডিপি'র কাছে খোলা চিঠি

দেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের চক্রাকারে ক্ষমতা বদল ও ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন সরকার পরিচালনার রূপ প্রতিযোগিতায় দেশের সাধারণ জনগণ যখন তৃতীয় কোন কার্যকর রাজনৈতিক সত্তার অভাব অনুভব করছিল, তখন লিবারেল ডেমোক্রটিক পার্টি, এলডিপি'র আবির্ভাব জনমনে আশা না জাগালেও, পর্যবেক্ষণের একটা কৌতুহল তৈরি করেছে। চলমান রাজনৈতিক ধারায় নতুন এ দলটি নতুন কোন মাত্রা দিতে পারবে কিনা এ নিয়েও শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিকাংশ জনগণ বোধ হয় এখনো কোন মতামত জানানোর চেয়ে ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণে বেশি আগ্রহী। বিএনপির একটি বড় অংশ দল ছেড়ে ভিন্ন প্লাটফরমে একত্র হওয়ার মধ্য দিয়ে এলডিপির জন্ম হলেও, বর্তমান সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের কাছে এলডিপির দায়বদ্ধতা অনেক বেড়ে গেছে, এটা যেমন জনগণের দিক থেকে প্রাসংগিক তেমনি আবার এলডিপির দলীয় অস্তিত্বের প্রশ্নেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এরই মধ্যে এলডিপি যে পথে এগুচ্ছে তা সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রত্যাশাকে পুরোপুরি স্পর্শ করতে পারছে না, আর তাই খোলা মনে দু'টি কথা তুলে ধরার এই প্রয়াস।

যা হতে পারতো:

- এলডিপির আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হয়েছে, তাই শুরু থেকে দলের কৌশলগত পরিকল্পনা আরো গ্রহণযোগ্য করার সুযোগ ছিল। একথা বারবার বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সভা-সমিতিতে বলা হচ্ছে যে, দেশের একটি বিশাল সচেতন অংশ প্রধান দুই দলের কাউকেই এখন সরাসরি সমর্থন করছে না, নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শেষে তারা তাদের সমর্থন নিশ্চিত করবে। অভিজ্ঞমহল মনে করছেন এলডিপির আবির্ভাব তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রকে আরো প্রশস্ত করেছে। অর্থাৎ এলডিপি যদি এই সময়ের মধ্যে নিজেদের একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে পারতো, তবে এই ভাসমান ভোটব্যাংকের(Undecided Vote) একটি বড় অংশের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হত, এমনকি এটি গণতন্ত্রায়নের পথে নতুন সম্ভাবনার দুয়ারও খুলে দিতে পারতো। কিন্তু শুরু থেকে দুর্নীতিবাজ ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও, একই দোষে দুষ্ট আওয়ামীলীগের কোন সমালোচনা তারা করেনি, কিংবা ব্যাখ্যা করেন নি মাহী বি. চৌধুরীর প্রসংগটিও, গত মাস থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক সংকটে তারা জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটি অবস্থান নিতে পারতো, যেখানে অবরোধ বা সহিংস কোন কর্মসূচি থাকতো না। কিন্তু ১৪ দলের প্রতি তাদের অন্ধ সমর্থন শুরু থেকেই তাদের জনমুখী দলের পরিবর্তে এন্টি-বিএনপি একটি সংকীর্ণ পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।
- সাম্প্রতিক সময়ে নাগরিক কমিটি, সুজন-সহ বিভিন্ন সুশীল সমাজ দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশের সচেতন মানুষের রাজনৈতিক ভাবনাকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে অনেক সুন্দর ও কার্যকরী সুপারিশ রয়েছে যা অনুসরণ করলে শুরু থেকেই এলডিপি স্বকীয় মাত্রা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতো। এর ফলে এলডিপি হতে পারতো জনগণের প্রত্যাশার সম্মিলনকেন্দ্র থেকে উদ্ভূত একটি দল। কিন্তু তা না হয়ে জিয়াউর রহমানের আদর্শের প্রকৃত দল হিসেবে নিজেদের পরিচিতির চেষ্টাটা সাময়িকভাবে দল ভারি করতে কাজে লাগলেও, নিকট

ভবিষ্যতেই এলডিপিকে চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির গডডালিকা প্রবাহে মিশে যেতে বাধ্য করবে।

- রাজনীতি সচেতন পেশাজীবীদের আরো বেশি মাত্রায় দলে আনার ব্যাপারে এলডিপির শুরু থেকেই উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিএনপি'র নাখোশ ও বিদ্রোহী নেতাকর্মী খোঁজার কাজই ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর ফলে অনেক দুর্নীতিবাজ নেতাকর্মীর অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা স্বাভাবিক। ফলশ্রুতিতে দল বদলের সনাতন এই খেলায় রাজনীতির গুণগত কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না।
- একটি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে সং ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্বের যে অভাব জাতি আজ অনুভব করছে তা পূরণ করতে গেলে এলডিপি হয়তো আগামী জাতীয় নির্বাচনে কম আসনে জয়ী হবে, কিন্তু সুদূরপ্রসারী রাজনীতিতে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পরবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই এলডিপির রাজনীতি আসনমুখী না হয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংস্কারমুখী হতে পারতো, আর এর মধ্যেই নিহিত আছে এলডিপির দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব এবং জনগ্রহণযোগ্যতা।

যা হতে পারে:

- এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি, এলডিপি চাইলেই আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুবাতাস বয়ে দিতে পারে, আর এ জন্য দরকার কেবলমাত্র দৃঢ় প্রত্যয় ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। এলডিপির সিনিয়র নেতৃত্বে সেরকম ব্যক্তিত্ব এখনই আছেন এবং সে ধরনের আরো নতুন মুখ যুক্ত করতে হবে।
- বিএনপি-এন্টি বিএনপি বলয় থেকে বেরিয়ে এসে স্বকীয় একটি রাজনৈতিক আদর্শ এবং অবস্থান তৈরি করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রতি সকল কাজে অন্ধ সমর্থন বা বিরোধিতা না করে বিষয়ভিত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা ও অবস্থান নিতে হবে।
- সর্বোপরি, আসন্ন নির্বাচনে শুধুমাত্র বেশি আসনের জন্য যে কোন ধরনের সমঝোতা বা জোটভুক্ত না হয়ে সর্বাধিক সংখ্যক আসনে দলীয়ভাবে যোগ্য লোক মনোনয়ন দিয়ে রাজনীতির গুণগত মান উন্নয়নে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে।

আর এভাবে নিজস্ব একটি গতিপথ ভবিষ্যতে এলডিপিকে জনগণের বিকল্প পছন্দ হিসেবে তুলে আনবে। আর ক্ষমতায় যাওয়া? মিশেল ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বের মূলনীতি অনুসারে প্রধান দলগুলির কদর্য কাদা ছোঁড়াছুড়ি থেকেই সে পথ তৈরি হবে, তার জন্য ঐ কাদা ছোঁড়াছুড়িতে অংশ নিয়ে নিজেকে নোংরা করার প্রয়োজন নেই।

আবদুল্লা আল মামুন, সমাজকর্মী

২১/১১/২০০৬

khubshoja@yahoo.com